গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-০২
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

"সিগন্যালিংসহ টঙ্গী-ভৈরববাজার সেকশনে ডাবল লাইন নির্মাণ (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার টার্মস অফ রেফারেন্স (ToR):

ক) প্রকল্পের বিবরণীঃ

১। প্রকল্পের নাম : "সিগন্যালিংসহ টঙ্গী-ভৈরববাজার সেকশনে ডাবল লাইন নির্মাণ (৩য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প।

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪। প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	নরসিংদী	নরসিংদী সদর, রায়পুরা, পলাশ
	গাজীপুর	কালীগঞ্জ, জয়দেবপুর, টঙ্গী
	কিশোরগঞ্জ	ভৈরব

খ) প্রকল্পের ব্যয়ঃ

লক্ষ টাকায়

প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
মূল অনুমোদিত	:	৭২৪৩৬.৬০	২০০৩৭.১০	৫২৩৯৯.৫
১ম সংশোধিত অনুমোদিত		২০৩৬৭৫.৬০	৬৩২০৩.৭০	১৪০৪৭১.৯০
৩য় সংশোধিত অনুমোদিত	:	২২১২৬১.৩৭	৩৮৯৫২.৫৩	১৮২৩০৮.৮৪

গ) বাস্তবায়নকালঃ

মূল অনুমোদিত	:	০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১১
১ম সংশোধিত অনুমোদিত		০১/০৭/২০০৬ হতে ৩১/১২/২০১৪
৩য় সংশোধিত অনুমোদিত	:	০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৬
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ম বার মেয়াদ বৃদ্ধি		০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৭
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ২য় বার মেয়াদ বৃদ্ধি		০১/০৭/২০০৬ হতে ৩০/০৬/২০১৮

ঘ) প্রকল্পের পটভূমিঃ

ঢাকা-চট্টগ্রাম মেইন লাইন সেকশনের দৈর্ঘ্য ৩০২ কিঃ মিঃ যার মধ্যে ঢাকা-টঙ্গী পর্যন্ত ২২ কি:মি:, আশুগঞ্জ-আখাউড়া পর্যন্ত ২৮ কি:মি: এবং চিনকী আস্তানা-চট্টগ্রাম পর্যন্ত ৬৭ কি:মি সহ মোট ১১৯ কি:মি ডাবল লাইন ট্রাক বিদ্যমান আছে। অবশিষ্ট ২০১ কি:মি: এ ডাবল লাইন ট্রাক নির্মাণ করতে পারলে ঢাকা-চট্টগ্রাম মেইন লাইন সেকশনের লাইন ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি পাবে। এর অংশ হিসাবে টংগী-ভৈরব বাজার পর্যন্ত ডাবল লাইন ট্রাক নির্মাণের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

ঢাকা-ভৈরব বাজার সেকশনটি ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা সিলেট, ঢাকা-ময়মনসিংহ (ভায়া ভৈরব বাজার) ও ঢাকা-নোয়াখালী সেকশনে ট্রেন পরিচালনার জন্য একমাত্র কমন লাইন। এ সমস্ত সেকশন বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেকশন। বর্তমানে ঢাকা-ভৈরব বাজার পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন বিদ্যমান থাকায় ট্রেন পরিচালনার ক্ষেত্রে উক্ত সেকশনটি Over saturated অবস্থায় আছে। ফলে অতিরিক্ত যাত্রী ও মালবাহী ট্রেন পরিচালনা সম্ভব নয়। এ প্রেক্ষিতে উক্ত সেকশনে ডাবল সেকশনে ডাবল লাইন ট্রাক নির্মাণ করতে পারলে Line Capacity বৃদ্ধি পাবে। যার ফলে আরোপ অধিক সংখ্যক যাত্রী ও মালবাহী ট্রেন পরিচালনা সম্ভব হবে এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজস্ব বৃদ্ধি পাবে।

ঙ) প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

টঙ্গী-ভৈরব বাজার সেকশনে ডাবল লাইন নির্মাণের মাধ্যমে ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডোরের পরিবহণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ট্রাফিক চাহিদা পূরণ করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

চ) প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

প্রকল্পের আওতায় ২৩,০০,০০০.০০ ঘন মিটার মাটি দ্বারা ৬৪ কিঃমিঃ এমজি লাইন এবং ২২ কিঃমিঃ লুপ ও সাইডিং লাইনে এমব্যাংকমেন্ট ও রেল ট্রাক নির্মাণ, ৪টি মেজর সেতুসহ মোট ৭১টি ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, ২৪ কিঃমিঃ Soft ground treatment, ১১টি স্টেশনের স্টেশন ও ইয়ার্ড আধুনিকায়ন, কম্পিউটার বেইজড সিগন্যালিং সিস্টেম স্থাপনসহ আনুষাঙ্গিক কাজ সম্পন্ন করা হবে।

ছ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বঃ

(১) প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয় ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা;

(২) প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় এবং সার্বিক ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী/ লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

(৩) প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে output , outcome ও impact পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৪) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে/~~হচ্ছে~~ কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৫) প্রকল্পের আওতায় সৃষ্ট সুবিধাদি (পণ্য, অবকাঠামো ও সেবা) পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৬) প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয়চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৭) প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী কি পরিবর্তন হয়েছে তা বিভিন্ন জাতীয়/স্থানীয় তথ্যে (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং বেজলাইন সার্ভের (যদি থাকে) আলোকে তুলনামূলক পর্যালোচনা করা;

(৮) প্রকল্পের BCR ও IRR অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(৯) প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (Sustainable) হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

(১০) প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পদ্ধতি, সৃষ্ট সুবিধাদি, সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই বিষয়ক ও সৃষ্ট সুবিধাদি পরিচালনা ইত্যাদির SWOT ANALYSIS;

(১১) উল্লিখিত পর্যালোচনার ভিত্তিতে সার্বিক পর্যবেক্ষণ

(১২) প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন এবং

(১৩) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী।

জ) <u>পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতাঃ</u>

ক্র: নং	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১)	ফার্ম	-	• গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত স্ট্যাডি পরিচালনায় ন্যূনতম ০১ (এক) বছরের অভিজ্ঞতা;

ক্র: নং	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
২)	ক) টিম লিডার-	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং -এ স্নাতক ডিগ্রীসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাস্টার্স/উচ্চতর ডিগ্রী থাকলে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।	• নির্মাণ সংশ্লিষ্ট সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে কমপক্ষে ১৫ (পনের) বছরের অভিজ্ঞতাসহ টিম লিডার/ডেপুটি টিম লিডার/প্রকল্প পরিচালক হিসাবে প্রকল্পের বাস্তবায়ন /পরিবীক্ষণ/ মূল্যায়ন কাজে ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা ; • বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন/পরিবীক্ষণ কাজে নূন্যতম ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; • পাবলিক প্রকিউরমেন্ট এ্যাক্ট (পিপিএ) ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস (পিপিআর) -এর বিষয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা ; এবং • কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন /পরিবীক্ষণ/ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।
	সিগন্যাল/টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল/ ইলেকট্রনিক্স/ টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং –এ নূন্যতম বি.এস.সি ডিগ্রী	• ইলেকট্রিক্যাল/ ইলেকট্রনিক্স/ টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; • বাংলাদেশে রেলওয়ের সিগন্যাল/টেলিকমিউনিকেশন স্থাপন কাজে নূন্যতম ০৩ (তিন) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; • কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন /পরিবীক্ষণ/ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।
	ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ার	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং –এ ন্যূনতম বি.এস.সি. ডিগ্রি	• নির্মাণ/ স্থাপনা সংক্রান্ত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা ; • বাংলাদেশ রেলওয়ের মেজর রেলওয়ে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ কাজে ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা; এবং • কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন /পরিবীক্ষণ/ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।

ক্র: নং	ফার্ম ও ফার্মের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
	ঘ) আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি/সমাজবিজ্ঞান/ সমাজকর্ম/ পরিসংখ্যান বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রি	• আর্থ-সামাজিক গবেষণা/প্রকল্প বাস্তবায়ন /পরিবীক্ষণ/ মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা; • বিভিন্ন Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষতা; • কম্পিউটার বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন /পরিবীক্ষণ/ মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় বিশেষ দক্ষতা।

ঝ) <u>পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্নেবর্ণিত প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে হবেঃ</u>

ক্রমিক	প্রতিবেদনের নাম ও সংখ্যা	দাখিলের সময়
১.	ইনসেপশন প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল ২০ + স্টিয়ারিং ২০) কপি	চুক্তি সম্পাদনের ১৫ দিনের মধ্যে
২.	১ম খসড়া প্রতিবেদন (টেকনিক্যাল ২০ + স্টিয়ারিং ২০) কপি	চুক্তি সম্পাদনের ৭৫ দিনের মধ্যে
৩.	২য় খসড়া প্রতিবেদন (ডেসিমিনেশন কর্মশালা ৭৫ কপি)	চুক্তি সম্পাদনের ৯০ দিনের মধ্যে
৪.	চূড়ান্ত প্রতিবেদন (বাংলায় ও ইংরেজীতে) (বাংলা ৪০ + ইংরেজী ২০) কপি	চুক্তি সম্পাদনের ১০০ দিনের মধ্যে

* সকল প্রতিবেদন মহাপরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২ (পরিবহন), আইএমইডি বরাবর দাখিল করতে হবে। প্রতিবেদনগুলো Unicode Based Font হতে হবে।

ঞ) <u>ক্লায়েন্ট কর্তৃক প্রদেয়:</u>

- প্রকল্প দলিল ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদন (যেমন: ডিপিপি/আরডিপিপি/পরিদর্শন প্রতিবেদন); এবং
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান।

(মোঃ মশিউর রহমান খান মিথুন)
সহকারী পরিচালক